কুমিল্লায় দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ, ছয়জনকে ছুরিকাঘাত

কুমিল্লা প্রতিনিধি

১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ০০:১৫

শেয়ার

অ +

অ -

কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলায় দুই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছুরিকাঘাতে ছয় শিক্ষার্থী আহত হয়।

সোমবার (১১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলা প্রশাসন মাঠে ৫০তম জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কাবাডি ফাইনাল খেলাকে কেন্দ্র করে কোটবাড়ি গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল এবং বামিশা হাজী আকামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।

আহত শিক্ষার্থীরা হলো বামিশা হাজী আকামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির রাজু, অষ্টম শ্রেণির নাজমুল হাসান, নবম শ্রেণির মোহাম্মদ হোসেন জিতু ও মাজিদ এবং দশম শ্রেণির সাজ্জাদ হোসেন ও সামী।

পুলিশ ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সদর দক্ষিণের গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল এবং বামিশা হাজী আকামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে মধ্যে খেলা শুরুর প্রস্তুতি চলছিল। এ সময় দুই স্কুলের শিক্ষার্থীরা কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এতে আহত হয় ছয় শিক্ষার্থী। ঘটনার পর সদর দক্ষিণ উপজেলা চেয়ারম্যান গোলাম সারওয়ার আহত শিক্ষার্থীদের দেখতে যান।

তিনি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সান্ত্বনা ও বিচারের আশ্বাস দেন।

বামিশা হাজী আকামত আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিজয় কুমার দাশ বলেন, ‘হামলার ঘটনার আমার স্কুলের ছয় শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। আমরা এ ঘটনার বিচার ও শাস্তি চাই।’

এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল প্রধান শিক্ষক রোকসানা মজুমদার বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মধ্যে কিছুটা বিশৃঙ্খলা হয়েছে বলে শুনেছি।

এর বেশি কিছু জানি না। আমার স্কুলের কেউ আহত হয়েছে বলে জানি না। দুজন শিক্ষকের নেতৃত্বে খেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য শুধু খেলোয়াড়দের পাঠিয়েছি। যেসব শিক্ষার্থী বাড়তি গেছে তাদের কোনো অনুমতি দিইনি। কেউ জড়িত থাকলে ব্যবস্থা নেব।

আজ মঙ্গলবার মিটিংয়ে এ নিয়ে কথা বলব।’

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব হোসেন জানান, এ ঘটনায় দুই স্কুলপ্রধানসহ দায়িত্বশীলদের মঙ্গলবার (আজ) ডাকা হয়েছে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দীন বলেন, ‘আহতরা আমাদের হাসপাতালে কয়েকজন চিকিত্সা নিয়েছে। তিনজন বেশি আহত ছিল। আহতরা সবাই চিকিত্সা নিয়ে বাসায় চলে গেছে।’

সদর দক্ষিণ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলমগীর ভূঁইয়া বলেন, খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। রবিবারের একটা ঘটনা নিয়ে তারা বাগবিতণ্ডায় জড়ায়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রুবাইয়া খানম জানান, ‘আমি ঘটনার সময় আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মিটিংয়ে ছিলাম। পরে ঘটনা শুনেছি। মঙ্গলবার সবাইকে নিয়ে বসব।’